ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 169 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২৫ ● কলকাতা ● ১৭ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দিল্লির বৈঠকে বঙ্গ সাংসদদের 'টার্গেট বেঁধে' দিলেন মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া কার্যত ভোটের বাদ্যি বাজিয়ে দিয়েছে। এই আবহে আজ, বুধবার দিল্লির বৈঠকে বঙ্গ সাংসদদের 'টার্গেট বেঁধে' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর বার্তা, ভোটে জেতা নিশ্চিত করতে বাংলায় লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।বৈঠকের পর দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "নির্বাচনের জন্য আমাদের নেতৃত্ব কাজ করেছে। বাংলায় আমরা বুথ লেভেলে বৈঠক শুরু করেছি। গতবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমাদের কাছে পুরো সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বুথ লেভেলে কিছু ভুল হয়েছিল। সেই ভুল আমরা এবার করব না। দেখবেন আমাদের বড় বড় নেতারা বুথে গিয়ে বৈঠক করবেন।" জানা গিয়েছে, ৪৫ থেকে ৫০ মিনিটের এই বঙ্গ বিজেপির লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে খগেন মুর্মুর উপর হামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী খবর

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 132
হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যদি এক স্থানের চারিদিক থেকে একটানা ভাল শক্তি মেলে, তাহলে ঐ স্থান সন্তুলিত হয়ে যায়।"

গুরুদেব এক প্রয়োগ (প্র্যাকটিক্যাল) করে বোঝাবার চেষ্টা করেন। একই গাছের দুটো বীজ নেন। একটা বীজকে একস্থানে বপন করলেন এবং দ্বিতীয় বীজকে এক বিশেষ স্থানে বপন করলেন।

ক্রমশঃ

হুমায়ুনকে 'আগাম গ্রেফতারির' নির্দেশ, রাজ্যকে চিঠি রাজ্যপালের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না হুমায়ুন কবীরকে। আক্রমণের ধার যেন আরও বেড়েই চলেছে। পারদ চড়ছে মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদ নিয়ে। এরই মধ্যে এবার নড়চড়ে বসলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। হুমায়ন কবীরের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজ্যে যদি কোনও আইনশৃঙ্খলার অবনতি তাহলে করতে হবে পদক্ষেপ। প্রিভেনটিভ অ্যারেস্টের নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল।আমার চ্যালেঞ্জ ৬ তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত জাতীয় সড়ক আমার দখলে থাকবে। মুসলিমদের দখলে থাকবে।" তাঁর এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে চাপানউতোর তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। এরইমধ্যে বড়সড় নির্দেশ দিতে দেখা গেল সিভি আনন্দ বোসকে। তাঁর সাফ কথা হুমায়ুনের পদক্ষেপে-কথায় যদি রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয় তাহলে তাঁকে 'আগাম গ্রেফতার' করতে হবে। রাজ্য যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে রাজ্যপাল নিজে পদক্ষেপ নেবেন। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলছেন, "যেটা হুমায়ুন কবীর করছেন সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা। মুসলিম ভোট জড়ো করার এই যে জঘন্য রাজনৈতিক সেটা তৃণমূল কতটা নগ্নভাবে করে সেটা দেখার জন্য আপনাদের তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখতে হবে।"ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠিও দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ৬ ডিসেম্বর বেলডাঙাতে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন। তবে জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বেলডাঙার এসডিপিও-র বিরুদ্ধে কাজে বাধা এবং ভয় দেখানোর অভিযোগে একেবারে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।

একদিন আগেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "আগুন নিয়ে খেলবেন না। পরিষ্কার করে সতর্ক করছি মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ-প্রশাসনকে।" এরপরই এসডিপিও উত্তম গরাইয়ের উদ্দেশ্যে বলেন, "হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে যাবেন না। যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনার কলার ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার লোক থাকবে না।" এখানেই শেষ নয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কর্তাদের আরএসএসের দালাল বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। সাফ বলেন, "মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের নির্বাচিত করবে আর আপনারা আরএসএসের দালালি করবেন?

দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি 'হাইকমান্ডে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার এনডিএতে যাচ্ছেন হেমন্ত সোরেন! এমনটাই শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে কান পাতলে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি স্ত্রী কল্পনাকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির এক শীর্ষ নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন হেমন্ত। বিহার নির্বাচনে মহাগটবন্ধনের ভরাডুবির মধ্যেই নাকি সেই সাক্ষাৎ হয়েছে। তারপর থেকেই জল্পনা চলছে, হাত ছেড়ে এবার কি এনডিএতে নাম লেখাবেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী?হেমন্তের শিবির বদলের জল্পনা আরও উসকে দিয়ে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ গাঙ্গওয়ার। তারপর থেকেই জল্পনা শুরু হয়, তাহলে কি এবার হেমন্তের এনডিএ যাত্রা নিশ্চিত? উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডে সরকার গড়তে ৪১ আসনের প্রয়োজন। হেমন্তের দল থেকেই রয়েছেন ৩৪ বিধায়ক। তার সঙ্গে বিজেপি ২১, এলজেপি-আজসু-জেডিইউর

এরপর ৩ পাতায়

আমগুড়ি বাজারে আগুন দুটি দোকান ঘর পুড়ে ছাই

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

আমগুড়ি বাজারে ভোর রাত্রে চারটা নাগাদ আগুন লেগে দুটি দোকান ঘর পুড়ে ছাই। ভোর রাত্রে আগুন কিভাবে লেগেছে এখনো কেউ বলতে পারছেন না। আমগুড়ি বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির কোষাধক্ষ্য গোবিন্দ রায় জানান, এর আগেও বাজারে আগুন লেগেছিল। আগুন লাগার পিছনে কে বা কারা বা কিভাবে আগুন লাগলো এখনো অনুমান করা যায়নি। বিশেষ করে আমগুড়ি বাজারে কোন নিরাপত্তার নেই, বাজারে কোন লাইটের ব্যবস্থা নেই। বাজার বন্ধ হয়ে গেলে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।একটি গালামালের দোকান ও মিষ্টির দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দোকানঘর পড়ে যাওয়া মালিক উত্তম রাউত জানান, এর আগেও আমার দোকানে চুরি হয়েছিল। এই দোকান ঘরে আগুন লাগলো কিভাবে এখনো অনুমান করা যায়নি। ভোর চারটা নাগাদ আগুন লাগে। আগুন লাগার সাথে সাথে স্থায়ীও বাসিন্দারা ও ব্যবসায়ী সমিতি ছুটে আসে। আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। খবর দেওয়া হয় দমকল কর্মীদেরকে তড়িঘড়ি দমকল কর্মীরা আসে। দুটি দোকান ঘর পুড়ে যাওয়ায় আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

দিল্লির বৈঠকে বঙ্গ সাংসদদের 'টার্গেট বেঁধে' দিলেন মোদি

নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

যেভাবে বিজেপি বাংলায় সরকার ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে উন্নতি করেছে, সেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, "আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নির্বাচনে জয়লাভ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলায় দলের অগ্রগতি হয়েছে। সেই গতি বজায় রাখতে হবে।"

সূত্র মারফত খবর, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মুখে ঘুরে ফিরে এসেছে এসআইআরের কথা। তিনি এমপিদের বলেছেন, এই প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকার 'শুদ্ধিকরণ' করা হচ্ছে। সেই বিষয়টি ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বেশি করে প্রচার করতে হবে। যে প্রকল্পগুলির সুবিধা বাংলার জনগণ পাচ্ছেন না, তার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করে প্রচার করতে হবে। সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করে সেই কথা তুলে ধরার কথা বলেছেন তিনি। পাশাপাশি বুথ লেভেল সংগঠনে আরও বেশি জোর দেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি।

(২ পাতার পর)

দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি 'হাইকমান্ডে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ

একজন করে বিধায়ক যোগ হলেই ৫৮ আসন চলে যাচ্ছে এনডিএর কাছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, 'পালটি'র জেরে আরও এক রাজ্যে ক্ষমতা হারাবে কংগ্রেস।বেশ কয়েকদিন থেকেই কংগ্রেসকে বিঁধছেন শিবু সোরেনপুত্র। বিহারের বিধানসভা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায় হেমন্তের দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। তাদের অভিযোগ, কংগ্রেস এবং আরজেডির 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের' শিকার হয়েই তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তবে এর যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলেও তোপ দেগেছিল ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী দলটি। প্রথমে একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে আর প্রার্থী দেয়নি জেএমএম।

সূত্রের খবর, বিহার নির্বাচনে এনডিএর বিপুল সাফল্যের পরেই দিল্লিতে পাড়ি দেন হেমন্ত। রাজধানীতে গিয়ে দেখা করেন বিজেপির এক শীর্ষ নেতার সঙ্গে। তবে সেই নেতার নাম জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর, এই সাক্ষাৎ নিছক কুশল বিনিময় নয়। বরং ঝাড়খণ্ড বিধানসভার অঙ্ক, জেএমএম-বিজেপির আসন সংখ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে দুপক্ষে। এবং সবটাই হয়েছে কার্যত লোকচক্ষুর অন্তরালে। উল্লেখ্য, গতবছর লোকসভা নির্বাচনের আগেই আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেপ্তার হন হেমন্ত। মাসছয়েক জেলে থাকার পর জামিন মেলে।

বহরমপুরে মমতার প্রশাসনিক সভায় আমন্ত্রণ পেলেন 'বিদ্রোহী' হুমায়ুন কবীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহরমপুর: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার আমন্ত্রণপত্র পৌঁছল হুমায়ুন কবীরের কাছে। এই প্রসঙ্গে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ তিনি বুধবার পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার তিনি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেবেন।বৃহস্পতিবার বহরমপুরে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা প্রশ্নে আগামী ৬ ডিসেম্বরকে সামনে রেখে কোন কড়া বার্তা ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে দেন কিনা সেদিকেই নজর থাকবে সকলের। কারণ মুখ্যমন্ত্রী বারবার দাবি করেন ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য বারবার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ নতুন করে গড়াকে কেন্দ্র করে যাতে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি না হয় তার জন্য বুধবার সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী যা নির্দেশ দেবেন। তিনি তা মানবেন। এদিকে আগামী ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন বলে আগাম ঘোষণা করেছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক। যাকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে এই প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে আগাম প্রয়োজনে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলাদেশি শ্রাবন্তী কি না তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে এসে এক ব্যক্তিকে বাবা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, এরপর ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূলের টিকিটে প্রধান। এমনই মারাত্মক অভিযোগ করল বিজেপি। অভিযুক্ত প্রধানের নাম শ্রাবন্তী মণ্ডল। তিনি কালনার হাটকলনা পঞ্চায়েতে প্রধান।তার সমস্ত নথি ভুয়ো। এমনকি তার স্বামী ভারতের নাগরিক নয় এমন চারজনের এনুমারেশন ফর্ম নিজের কাছে কোন উদ্দেশ্যে রেখে দিলেন, সম্পূর্ণ তথ্য সামনে আসার জন্যই আজকের মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন। বিজেপি জেলা প্রেসিডেন্ট স্মৃতি কণা বসু বলেন, "উনি কীভাবে প্রধান হলেন? এসসি সার্টিফিকেট কীভাবে এলে? ওই মহিলা বাংলাদেশি।" অপরদিকে, কালনার তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ বলেন, "ওদের কাছে বৈধ আছে বলেই ভোটে লড়তে পেরেছে। বিজেপির অভিযোগ সঠিক নয়। যদি প্রয়োজন হয় সমস্ত নথি দেখাবে।"অবিলম্বে এই তাঁকে পদচ্যুত করার দাবি জানিয়ে কালনা মহকুমা শাসকের দফতরে ডেপুটেশন দিয়ে অভিযোগ জানাল গেরুয়া শিবির। যদিও, শ্রাবন্তী মণ্ডল তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, আগে প্রমাণ করুক তাঁর নথি ভুয়ো। যদিও, এই বিষয়ে কালনার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন ফোন ধরেননি।

অভিযোগ, ২০২০ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে কালনার মুক্তারপুর গ্রামের ৮৭ নম্বর বুথে বিগত পাঁচ বছর ধরে বসবাস করছেন শ্রাবন্তী মণ্ডল ও তাঁর স্বামী তৃণমূল নেতা বনমালী

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

আর জি কর দুর্নীতি মামলার তদন্ত শেষ

আর জি কর হাসপাতালে দুর্নীতি মামলার তদন্ত শেষ! আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে এমনটাই জানাল সিবিআই। এমনকী দুর্নীতি মামলায় জমা দেওয়া অতিরিক্ত চার্জশিটকে যাতে ফাইনাল চার্জশিট হিসাবে দেখা হয়, সেই আবেদনও এদিন জানায় সিবিআই। আজ বুধবার, আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে আর জি কর দুর্নীতি মামলার শুনানি হয়।সূত্রের খবর, আর্থিক দুর্নীতির এই মামলায় সাক্ষীদের সংখ্যা এখন ১৪৭ জন। দুর্নীতির অভিযোগে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা, আফসার আলি, আশিস পাণ্ডে-সহ ৫ জনের নামে মামলা শুরু হয়েছিল।শুনানিতে সিবিআইয়ের তরফে এই সংক্রান্ত একাধিক নথিও জমা করা হয়। অন্যদিকে আগামী ১৬ ডিসেম্বর অভিযুক্ত আখতার আলিকে সমন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গত সোমবার আর জি কর দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে দ্বিতীয় চার্জশিট পেশ করে। বুধবার আদালতে এই সংক্রান্ত শুনানি হলে সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী জানান, এই মামলায় আগেই একটি চার্জশিট গ্রহণ করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফলে সাপ্লিমেন্টরি চার্জশিটে একই ধারা থাকায় তা গ্রহণে কোনও সমস্যা নেই। ফলে আখতার আলির বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হতে সমস্যা নেই বলেও দাবি। উল্লেখ্য, সিবিআইয়ের দ্বিতীয় চার্জশিটে নাম রয়েছে আখতার আলির।

সিবিআই সূত্রে এদিন আরও জানা গিয়েছে, এই দুর্নীতি মামলায় শুধুমাত্র সন্দীপ ঘোষ একা নন, আখতার আলিও যুক্ত ছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে দুজনেই দুর্নীতিতে যুক্ত বলেও দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।

বলে রাখা প্রয়োজন, আর জি কর হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ছিলেন আখতার আলি। ওই হাসপাতালের তৎকালীন ডেপুটি সুপার ছিলেন তিনি। দুর্নীতির অভিযোগ এনে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আখতার আলি। আদালতের নির্দেশে এই মামলার তদন্ত করছে সিবিআই।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁচিশতম পর্ব)

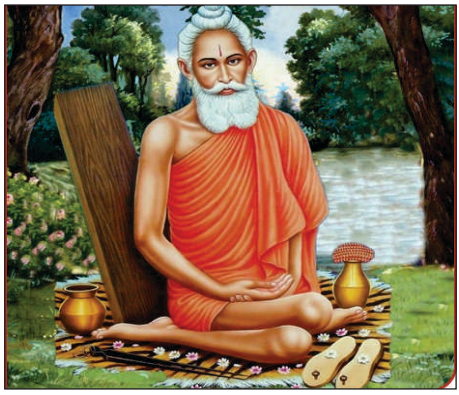

গ্রামের দুঃখী মানুষের নামে দান করে দেন; এবং নিঃস্ব এক কাপড়ে বাবা লোকনাথের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। বাবার আশীর্বাদে ও সাধনায় তিনি, "সুরথনাথ ব্রহ্মচারী" নামে খ্যাতি লাভ করেন। বারদী নিবাসী কবিরাজ রামরতন চক্রবর্তীর ছেলে জানকীনাথ। যৌবনে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন । পিতা সন্তানকে আর বাঁচানোর আশা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বাংলাদেশি শ্রাবন্তী কি না তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান?

মণ্ডল। এই এলাকারই এক পার্শ্ববর্তী বসবাসকারীকে বাবা সাজিয়ে ভোটার তালিকাও নাম তোলেন শ্রাবন্তী বলে দাবি বিজেপির। এরপর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। তারপর হাটকালনা পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন।

শ্রাবন্তী মণ্ডলের পরিবারের বাবা মা, দাদু ঠাকুমা কোনও ব্যক্তি ভারতের গরিক নন। এমনকী তাঁর জাতিগত শংসাপত্র ও জন্মশংসাপত্র অবৈধ বলে অভিযোগ বিজেপির। শ্রাবন্তী মন্ডলের স্বামীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ,বর্তমানে ভারতে বসবাস করেন না এমন চার ব্যক্তির এনুমারেশান ফ্রম BLO র কাছ থেকে নিয়ে তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। উক্ত BLO সেই ফর্ম জমা করতে বলায় তিনি কর্ণপাত করেননি।

শ্রাবন্তী বলেন, "যাঁরা রিপোর্ট করেছে তাঁরা আগে প্রমাণ করুক আমার সমস্ত নথি ভুয়ো। তারপর আমি প্রমাণ করব।" এমনকী, স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। বলেন, "যাদের এনুমারেশন ফর্ম নিয়েছেন তাঁরা সকলেই আত্মীয় আমার। আর ফর্ম যে কেউ তুলতে পারবে।" বিজেপি দলের অভিযোগ বাংলাদেশ থেকে এসে অবৈধভাবে ভোটার তালিকায় অন্যকে বাবা সাজিয়ে নাম তুলেছে প্রধান শ্রাবন্তী মন্ডল।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মূল হাত অবশ্য চব্বিশটি, এক এক দিকে বারটি করিয়া। এই হাতের রং আবার ভিন্ন ভিন্ন। দক্ষিণ দিকে নীল বর্ণের চারিটি হাতে বজ্র, অসি, ত্রিশূল ও কর্ত্রি থাকে; চারিটি রক্তবর্ণের হাতে অগ্নি, শর, বজ্র এবং অঙ্কুশ থাকে; **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মন কি বাতের ১২৮ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

(চতুর্থ পর্ব)

শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীর বহু দেশ এই শীতকালীন পর্যটন, মানে winter tourism-কে নিজেদের অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বানিয়ে তুলেছে। অনেক দেশেরই বৈশ্বিকভাবে সফল শীতকালীন উৎসব ও শীতকালীন ক্রীড়া মডেল আছে। এই দেশগুলো Skiing, Snow-boarding, Snow trekking, Ice climbing এবং Family Snow Parks-এর মতো অভিজ্ঞতা-লাভের বিষয়গুলোকে নিজেদের পরিচিতি হিসেবে গড়ে তুলেছে। তারা নিজেদের শীতকালীন উৎসবগুলোকেও বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বন্ধুরা, আমাদের দেশেও শীতকালীন পর্যটনের সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের এখানে পাহাড়'ও আছে, সু-সংস্কৃতি'ও আছে এবং অ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনাও আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, এই সময় উত্তরাখণ্ডের শীতকালীন পর্যটন মানুষকে ভীষণ আকর্ষিত করছে। শীতকালে আউলি, মুন্সিয়ারী, চোপতা, দেয়ারার মত জায়গাগুলো অন্তত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে পিথোরাগড় জেলায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় আদি কৈলাসে রাজ্যের প্রথম হাই অলটিটিউড আল্ট্রা রান ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে সারা দেশের ১৮টা রাজ্য থেকে ৭৫০ এরও বেশি অ্যাথলিটরা অংশ নিয়েছিল। ৬০ কিলোমিটার লম্বা এই 'আদি কৈলাশ পরিক্রমা রান' শুরু হয়েছিল ভোর পাঁচটার কনকনে ঠান্ডায়। এত ঠান্ডা সত্ত্বেও মানুষের উৎসাহ দেখার মত ছিল। মাত্র তিন বছর আগে আদি কৈলাসের যাত্রায় যেখানে দুহাজারেরও কম পর্যটক আসতো এখন সেখানে সংখ্যাটা বেড়ে ত্রিশ হাজারেরো বেশি হয়ে গেছে।

বন্ধুরা, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তরাখণ্ডে উইন্টার গেমসের আয়োজনও হতে চলেছে। সারা দেশজুড়ে খেলোয়াড়, অ্যাডভেঞ্চারে-প্রেমী এবং খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই আয়োজন নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত। Skiing হোক বা Snow Boarding, বরফের ওপর আয়োজন করা যায় এমন বহু খেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। উত্তরাখন্ড শীতকালীন পর্যটনের প্রসার ঘটাতে কানেক্টিভিটি এবং পরিকাঠামোর মতো বিষয়গুলোতেও গুরুত্ব দিয়েছে। হোমস্টে নিয়ে নতুন পলিসি তৈরি করা হয়েছে।

বন্ধুরা, শীতে Wed in India অভিযানেও একটা রমরমা পড়ে যায়। শীতের সুন্দর রোদ্দুর হোক, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা কুয়াশার চাদর হোক, destination wedding-এর জন্য পাহাড় এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

অনেক বিবাহ অনুষ্ঠান তো এখন গঙ্গার তীরে করা হচ্ছে।

বন্ধুরা শীতকালের এই দিনগুলোয় হিমালয়ের উপত্যকা এমন একটা অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে যা জীবন-ভর সঙ্গে থেকে যায়। যদি আপনি এই শীতে কোথাও যাবার কথা ভেবে থাকেন তাহলে হিমালয় উপত্যাকার কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন।

বন্ধুরা, কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ভুটান গিয়েছিলাম। এই ধরনের সফরে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা এবং আলোচনার সুযোগ হয়। আমার এই সফরে আমি ভুটানের রাজা, বর্তমান রাজার বাবা যিনি আগে রাজা ছিলেন, ওখানকার প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। এই সময় সকলের কাছ থেকে একটা বিষয় অবশ্যই শুনেছি। সকলেই ওখানে Buddhist relics অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ পাঠানোর জন্য ভারতবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন। আমি যখনই এটা শুনছিলাম আমার গর্ব হচ্ছিল।

বন্ধুরা, ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ সম্পর্কে অন্যান্য অনেক দেশেই আমি এই প্রকার উৎসাহ দেখেছি। গত মাসে ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে এই পবিত্র অবশেষ রাশিয়ার কলমীকিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই পবিত্র অবশেষ দর্শনের জন্য রাশিয়ার দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে এসেছেন বলে আমাকে জানানো হয়েছে। মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডেও এই পবিত্র অবশেষ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সব জায়গাতেই লোকেদের মধ্যে এই নিয়ে খুব উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। থাইল্যান্ডের রাজাও এই অবশেষ দর্শন করতে পৌঁছেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষের প্রতি সমগ্র বিশ্বের এই রকম বিশেষ সম্মান দেখে মন ভরে যায়। এটা শুনে খুব ভালো লাগে যে এই ধরনের কোনো উদ্যোগ সারা পৃথিবীর মানুষকে এক সূত্রে বাঁধার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি আপনাদের সব সময় Vocal for

ক্রমশঃ

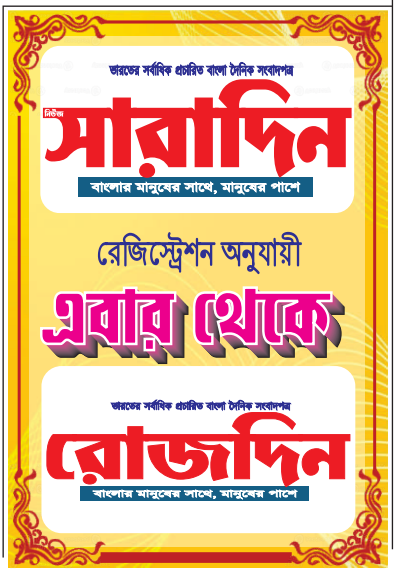

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

সন্তোষ দত্ত এক অনন্য মানুষ

ঝুমা সরকার

(প্রথম পর্ব)

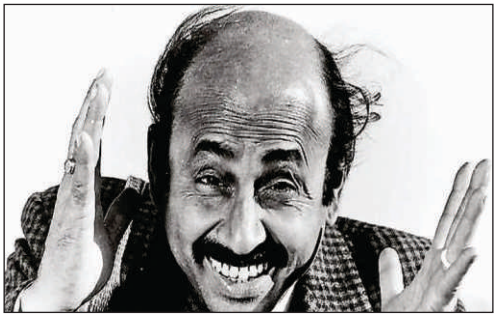

ফেলুদা শুনলেই যেমন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর কথা। তেমনি তার সাথেও ভেসে ওঠে আরও একটি সহজ সরল হাসিমুখ। তিনি হলেন (জটায়ু) সন্তোষ দত্ত। যাঁর অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা ও সাবলীল চরিত্রায়ণে দর্শকের মনে সন্তোষ দত্ত থেকে কখন যেন তিনি জটায়ু হয়ে উঠেছেন। যাঁকে ছাড়া বাঙালির ছোটবেলা অসম্পূর্ণ। যাঁকে বাদ দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজও অসম্পূর্ণ।

এমন সহজ সরল হাসিমুখের মানুষটি শুধুমাত্র অসাধারণ একজন অভিনেতাই ছিলেন না। ছিলেন আদালতের একজন দাপুটে ক্রিমিনাল লয়ার । কালো কোট গায়ে চাপিয়ে যে মানুষটি বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে তুখোড় যুক্তিতে ঘায়েল করতেন সেই গম্ভীর মানুষটিই আবার মেকআপ নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে এক লহমায় হয়ে উঠতেন ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। কঠিন কঠোর বাস্তব আদালতের চত্বর থেকে রূপোলি জগতের পথটা তিনি মিলিয়ে ছিলেন তাঁর অসামান্য প্রতিভায়।

বিশ্ব বরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কিন্তু তাঁকে চিনতে এতটুকুও ভুল হয়নি। সুকুমার রায়ের স্ত্রী তথা সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা দেবীর খুব পছন্দের অভিনেতা ছিলেন সন্তোষ দত্ত। ১৯৫৭ সালে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে 'চলচ্চিত্রচঞ্চরী' নাটকে 'ভবদুলাল' এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সন্তোষ দত্ত। সেখানেই ওর অভিনয় দেখেছিলেন সুপ্রভা দেবী এবং সত্যজিৎ রায়। দেখা মাত্রই সত্যজিতের ভীষণ ভালো লেগে গেছিল তাঁর অভিনয়। এর পরেই ১৯৫৮ সালে'পরশপাথর' ছবিতে এক সামান্য চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দিয়েই সন্তোষ দত্তের সত্যজিৎ রায়ের সাথে পথ চলা শুরু।

তবে সন্তোষ দত্তের নাম শুনলেই বাঙালির মনে যে চরিত্রটি ভেসে ওঠে তা হলো লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা চরিত্রের সহকারির অভাব নেই। কিন্তু জটায়ুর মতো চরিত্র বিশ্ব সাহিত্যে আজও বিরল। সত্যজিৎ রায় যখন চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাঁর ভাবনায় ছিল একটু ভারিক্কি অন্যরকমের এক ভিন্ন চরিত্র। কিন্তু 'সোনার কেল্লায়' সন্তোষ দত্তকে কাস্ট করবার পর, তাঁর অভিনয় দেখে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। জটায়ু চরিত্রে সন্তোষ দত্তের হাসি, ভীরুতা, বাচনভঙ্গি এতটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে পরবর্তীকালে লিখতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর লেখা জটায়ুর চরিত্রের চেহারার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। সৃজনশীলতার ইতিহাসে এই ঘটনা বিরলতম। ফেলুদা হিসাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকার পরেও জটায়ু তাঁর নিজস্ব অভিনয় ক্ষমতায় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঝকঝকে টানটান ফেলুদার পাশে ভীতু, সদা হাস্য মুখ, পাশের বাড়ির অত্যন্ত চেনা এক সাধারন বাঙালির চরিত্র সন্তোষ দত্তের সেই অপূর্ব অভিনয় বাঙালির স্মৃতিতে আজও অমলিন। তাঁর সেই বিখ্যাত প্রশ্ন, " আচ্ছা, কাঁটা কি এরা বেছে খায়"? কিংবা 'জয় বাবা ফেলুনাথে' মগন লালের ডেরায় এক এক করে যখন তাঁর দিকে ছুরি নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, সেই সময় অতগুলো ছুরির মাঝখানে হাসি আর ভয় মেশানো অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর শেষে ঢলে পড়ে গেলেন। এই অসাধারণ অভিনয় বোধহয় কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি দেখিয়েছিলেন, নায়ক না হয়েও শুধুমাত্র অভিনয়ের গুণে কেমন করে দর্শকের মনের মনিকোঠায় পাকাপোক্ত জায়গা করে নেওয়া যায়।

তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই জিনিয়াস। তিনি একইসঙ্গে হাল্লা ও গুন্ডির সম্পূর্ণ বিপরীত দুই রাজার চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। আবার মহাপুরুষে তান্ত্রিকের ভক্ত হিসেবে তার অন্ধবিশ্বাসকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন জীবন্ত করে।

শুধুমাত্র সত্যজিৎ রায় নয় তাঁর বাইরেও অন্যান্য পরিচালকের

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

বহরমপুরে মমতার প্রশাসনিক সভায় আমন্ত্রণ পেলেন 'বিদ্রোহী' হুমায়ুন কবীর

হুমায়ুন কবীরকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজভবনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্য যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে রাজভবন সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।

হুমায়ুন কবীর বলেন,মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যাব কিন্তু কোন মতেই আর পিছিয়ে আসব না। বাবরি মসজিদ হবেই। ৬ তারিখ ভিত্তিপ্রস্তর । পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যপাল আমাকে বলছেন গৃহবন্দি করে গ্রেফতার করতে। তিনি রাজ্যপাল পদ থেকে পদত্যাগ করে বিধানসভার নির্বাচনে দাড়িয়ে যান। তিনি মুর্শিদাবাদ আসছেন ।অরিজিৎ সিংয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন ।এটা কি তার কাজ। আগামীকাল বিকালে মঞ্চ দেখতে পাবেন। তিনি আরও বলেন, আপনারা সবাই আসুন, এলেই বুঝবেন, কোথায় হচ্ছে বাবরি মসজিদ । বুধবার সন্ধ্যায় নিজের বাসভবনে সাফ জানান হুমায়ুন কবীর।

এর আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের শিল্যান্যাস রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মসূচি বলে মন্তব্য করতে শোনা যায়। এই ধরনের কর্মসূচি নিয়ে পরিস্থিতি অশান্ত না করতে মুর্শিদাবাদবাসীকে আবেদন জানান মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বাবরি মসজিদ গড়ার শিল্যান্যাস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যখন উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেই সময় মুখমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভায় হুমায়ুনকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর বিষয় রাজনৈতিক দিশা রয়েছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহুল মহল।

সিনেমার খবর

টাকার জন্য বিয়েতে পারফর্ম করব না: রণবীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উদয়পুরে শিল্পপতি রমা রাজু মন্টেনার কন্যা নেত্রা মন্টেনার বিয়েতে বলিউডের তারকারা জমজমাট পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। রণবীর সিং, নোরা ফাতেহি, শাহিদ কাপুরসহ আরও অনেকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ভিডিও ও ছবি মুহূর্তেই ভাইরাল হলেও চোখে পড়েনি রণবীর কাপুরকে। কেন তিনি এমন অনুষ্ঠানে কখনও পারফর্ম করেন না, তা নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

এই প্রসঙ্গে সামনে এসেছে রণবীর কাপুরের ২০১১ সালের একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার, যা আবারও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে অভিনেতা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন টাকার বিনিময়ে কারও বিয়েতে নাচবেন না তিনি, আর তার কারণ পারিবারিক মূল্যবোধ।

রণবীর বলেছিলেন,'টাকার জন্য আমি বিয়েবাড়িতে নাচব না। আমি কোন পরিবারের ছেলে, সেটি সবসময় মাথায় রাখি। এর মানে এই নয় যে যারা পারফর্ম করেন তাদের বিরুদ্ধে আমি। কিন্তু যে মূল্যবোধে বড় হয়েছি, তাতে আমি এটা করতে পারি না।'

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিয়েতে পারফর্ম করা কি ভুল? রণবীরের জবাব ছিল আরও স্পষ্ট: 'ভুল নয়। কিন্তু টাকা আমার জীবনের লক্ষ্য নয়। আমি কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে চাই না। আমি একজন অভিনেতা, আমার লক্ষ্য, আমার আবেগ আলাদা। এমন বিয়েতে নাচতে চাই না, যেখানে মানুষ মদের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে অশ্লীল মন্তব্য করছে। আমার পরিবারকেও আমি এটা করতে চাই না।'

তবে রণবীর এটিও মেনে নিয়েছিলেন যে, এমন সিদ্ধান্ত তার স্টারডমে প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি বলেন,'আমি স্টারডম হারাতে চাই না। কিন্তু তার জন্য কাউকে এটা ভাবতেও দেব না যে আমি স্টার হওয়ার জন্য সবকিছু করব।'

যদিও অনেকের নজরে এসেছে ২০২৪ সালে মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়েতে রণবীর ও আলিয়াকে পারফর্ম করতে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় তার আগের মন্তব্য নিয়ে কম আলোচনা হয়নি।

অভিনেত্রীর জন্য পাত্র চেয়ে শহরজুড়ে পোস্টার!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে ঝুলছে জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্রের ছবিসহ 'পাত্র চাই' লেখা পোস্টার। সাদাকালো সেই পোস্টারে পাত্রের যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণও দেওয়া আছে। হঠাৎ এমন পোস্টার দেখে পথচারীদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

প্রথমে অনেকেই ভেবেছিলেন, রুক্মিণীর ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে এটি কোনো ঘোষণা। কিন্তু পোস্টারের মালিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দীপক চক্রবর্তীর নাম! প্রশ্ন ওঠে, কে এই দীপক চক্রবর্তী? পরে জানা যায়, অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর চরিত্রের নাম এটি!

এতে খানিকটা ধোঁয়াশা কাটে। জানা যায়, এটি রুক্মিণী অভিনীত আসন্ন সিনেমা 'হাঁটি হাঁটি পা পা'র প্রচারণার অংশ।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, সেই সিনেমায় রুক্মিণীর বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন চিরঞ্জিৎ। তার চরিত্রই পর্দায় মেয়ের জন্য 'পাত্র খুঁজছেন', এ ধারণা থেকেই এই ব্যতিক্রমী প্রচারণা।

'হাঁটি হাঁটি পা পা' টিম জানিয়েছে, প্রচারের ধরন বদলে যাওয়ায় এখন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সেই কারণে শহরজুড়ে লাগানো হয়েছে এমন পোস্টার, যা দেখে অনেকে থমকে দাঁড়াচ্ছেন, কেউ কেউ আবার মোবাইলে খুঁজে দেখছেন, রুক্মিণীর বিয়ে কবে? এমনকি কেউ কেউ বিভ্রান্তও হচ্ছেন।

দর্শক প্রতিক্রিয়া থেকেই টিম ধারণা করছে, প্রচারণা সফল হয়েছে।

ছবির প্রচারে আগে এমন ব্যতিক্রমী কৌশল দেখা গেলেও সব সময় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে এবার প্রচারণা নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে।

বাবা-মেয়ের সম্পর্কের টানাপড়েনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে 'হাঁটি হাঁটি পা পা'। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অর্ণব মিদ্যা।

ভাড়া দিতে না পারা সেই বাড়ির মালিক এখন কার্তিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিজের চেষ্টায় বলিউডে নিজের অবস্থান পোক্ত করেছেন কার্তিক আরিয়ান। খ্যাতির সঙ্গে এখন বেশ অর্থবিত্ত তার। তবে শুরুটা মোটেও মসৃণ ছিল না অভিনেতার। একটা সময় ছিল যখন মাস শেষে বাড়ি ভাড়া দেওয়াই ছিল তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

মুম্বাই শহরে পা রাখার পর ভয়াবহ অর্থকষ্টে দিন কেটেছে কার্তিকের। যে ভাড়া বাসায় থাকতেন, টাকার অভাবে সেখান থেকেও উচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে তটস্থ থাকতেন তিনি। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, আজ সেই পুরো বাড়িটির মালিক তিনি নিজেই।

ভারতীয় গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কার্তিক সেই কঠিন দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, আমি এমন একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম, যেখানে একাই লড়ছিলাম নিজের অস্তিত্বের জন্য। হাতে টাকা ছিল না, সিনেমাগুলোও ফ্লপ হচ্ছিল।

তিনি আরও বলেন, তখন সবে 'প্যায়ার কা পঞ্চনামা' মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু আমার ক্যারিয়ারে তার প্রভাব পড়েনি। এরপর 'আকাশ বাণী', 'কাঞ্চি', এমনকি 'গেস্ট অব লন্ডন'—সবই মুখ থুবড়ে পড়ে। দর্শক জানতও না যে এই সিনেমাগুলো কবে এসেছে আর কবে গেছে।

তার কথায়, বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। সব সময় ভয় হতো, এই বুঝি মাথার ওপরের ছাদটা হারাই! ভেবেছিলাম খরচ কমাতে একজন রুমমেট রাখব। ভাড়া ছিল মাত্র ২ হাজার টাকা, যা পরে বেড়ে ৪ হাজার হয়েছিল। ঠিক সেই চরম দুঃসময়েই ভাগ্য বদলায় 'সোনু কে টিটু কি সুইটি' সিনেমার মাধ্যমে।

সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো, যে বাড়িটির ভাড়া দিতে না পেরে তিনি দিশেহারা ছিলেন, আজ সেই বাড়ির মালিক কার্তিক। ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত তার মা।

প্রসঙ্গত, ২২ নভেম্বর ৩৫ বছরে পা রাখলেন এই অভিনেতা। কোনো 'গডফাদার' ছাড়া বলিউডে জায়গা করে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সেই দুঃসাধ্যই সাধন করেছেন কার্তিক।

মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'তু মেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি' ছবিটি। এতে কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন অনন্যা পাণ্ডে। ছবিটি আগামী ২৫ ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

সালাহকে বেঞ্চে বসালেই লিভারপুল ঘুরে দাঁড়াবে, পরামর্শ রুনির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দারুণ শুরুর পর হঠাৎ পথ হারিয়ে টালমাটাল অবস্থায় লিভারপুল। প্রিমিয়ার লিগে শেষ সাত ম্যাচের ছয়টিতে হার, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের নাম এখন টেবিলের নিচের অর্ধে। এমন দুরবস্থায় দলকে আবার কক্ষপথে ফেরাতে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি ওয়েইন রুনি। তাঁর মতে, ফর্মহীন মোহামেদ সালাহকে কিছুদিন বেঞ্চে বসানোই হতে পারে দলের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ।

অ্যানফিল্ডে নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হার আরও হতাশায় ডুবিয়েছে লিভারপুলকে। মৌসুমে এখন পর্যন্ত ১২ ম্যাচে ৬ হার, ২০ গোল হজম। কোচ আর্নে স্লট দাবি করলেও যে 'সমাধান দূরে নয়', তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তুমুলভাবে।

দ্য ওয়েন রুনি শো'তে সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক বলেন,'আমি হলে সালাহকে বেঞ্চে বসাতাম। সে রক্ষণে কোনো সাহায্য করছে না। নতুন খেলোয়াড়রা দেখছে কেউ দৌড়াচ্ছে না, তারপরও প্রতি ম্যাচে খেলছে। এতে দলের ভেতরে ভুল বার্তা যায়।'

স্লট কি বাস্তবেই সালাহকে বাদ দেবেন এ প্রশ্নে রুনির জবাব,'আমার মনে হয় ১০০ শতাংশ করা উচিত। দলকে কমপ্যাক্ট করতে হবে, সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কয়েক ম্যাচ জিততে পারলে পরে সালাহকে ফেরানো যেতে পারে তখন সে হয়তো আরও দায়বদ্ধতা দেখাবে।'

রুনির পরামর্শে সমর্থন দিয়েছেন সাবেক লিভারপুল তারকা জেমি ক্যারাগার ও ডন হাচিসনও। তবে লিভারপুল কিংবদন্তি জন বার্নস মনে করেন, সমস্যা সালাহ নয়, বরং দল এখন নতুন স্টাইলে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে।

তিনি বলেন,'আগে দল সালাহকে কেন্দ্র করেই খেলত। এখন ফ্লোরিয়ান রিৎজ, একিতিকে, ইসাক আসায় খেলার ধরন বদলেছে। তাই আগের মতো বল সে ঘন ঘন পায় না। কিন্তু সে এখনও বিপজ্জনক এবং সেরা একাদশেই থাকা উচিত।'

এ মৌসুমে লিগে সালাহর গোল মাত্র চারটি। এর মধ্যে ডিসেম্বর থেকে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে যোগ দিতে হবে তাকে। ফলে টটেনহ্যাম, আর্সেনাল, উলভস, লিডস, ফুলহ্যামসহ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে তাকে ছাড়াই খেলতে হবে লিভারপুলকে।

ভিসা সমস্যার কারণে ইউরোপ সফর বাতিল করতে বাধ্য হলো ভারতীয় মহিলা দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছরের এশিয়ান কাপের জন্য ভারতীয় মহিলা জাতীয় দলের প্রস্তুতির জন্য একটি ধাক্কা হতে পারে, ভিসা সমস্যার কারণে তাদের পরিকল্পিত ইউরোপীয় সফর বাতিল করতে হল। আন্তর্জাতিক উইন্ডো উপলক্ষে ভারতের যে দেশটিতে যাওয়ার কথা ছিল , উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, সেখানে নীল বাঘিনীদের ভিসা অনুমোদন করেনি।

প্রত্যাখ্যানের কারণ অজানা। জানা গেছে যে ভারতীয় দল, যারা ১০ নভেম্বর থেকে কলকাতায় ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে ক্যাম্প করছিল, তারা এমনকি নয়াদিল্লিতে উত্তর মেসিডোনিয়ার দূতাবাসেও গিয়েছিল। কিন্তু, তাদের খালি হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল। ইউরোপ সফর বাতিল হওয়ায়, জাতীয় দল বিকল্প খুঁজছে। ফিলিপাইন ভ্রমণের বিকল্প বিবেচনা করা হচ্ছে, তবে এখনও কিছুই নিশ্চিত করা হয়নি। উচ্চতর র‍্যাঙ্কিংয়ের থাইল্যান্ডকে হারিয়ে অপরাজিত যোগ্যতা অর্জনের পর ভারত ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যোগ্যতার ভিত্তিতে এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

তবে, মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জনের পর থেকে, ক্রিস্পিন ছেত্রীর কোচিংয়ে দলটি এখনও কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি। অক্টোবরে শিলংয়ে অনুষ্ঠিত ত্রি-জাতিক প্রীতি টুর্নামেন্টে তারা ইরানের (০-২) কাছে এবং নেপালের (১-২) কাছে হেরেছে। সিকিমের গ্যাংটকে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনী ম্যাচে নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে খেলা শেষ হওয়ার পর পেনাল্টি শটআউটে ভারত নেপালের কাছেও হেরেছে। আগামী বছর মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ভারত গ্রুপ সি-তে জাপান, চাইনিজ তাইপে এবং ভিয়েতনামের সঙ্গে রয়েছে।

এক বছরে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়লেন সালমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৫ সাল পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তান দল ইতিমধ্যেই খেলেছে ৫৪টি ম্যাচ, যা চলতি বছরে বিশ্বের অন্য কোনো দলের চেয়ে অনেক বেশি। দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সালমান আঘা অংশ নিয়েছেন সবকটিতে, যা তাকে ইতিহাস গড়ার সুযোগ দিয়েছে।

রবিবার জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আগা এই রেকর্ড গড়েন। এই ম্যাচে তিনি এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ডে পৌঁছান ৫৪ ম্যাচে। এই রেকর্ডের আগে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড ছিল ৫৩ ম্যাচ। তা দখল করেছিলেন রাহুল দ্রাবিড় (ভারত, ১৯৯৯), মোহাম্মদ ইউসুফ (পাকিস্তান, ২০০০) এবং এমএস ধোনি (ভারত/এশিয়া একাদশ, ২০০৭)। ১৯৯৭ সালে শচীন টেন্ডুলকার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫০টির বেশি ম্যাচ খেলেছিলেন।

ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৯৫ রান সংগ্রহ করে। ইনিংসের নায়ক ছিলেন বাবর আজম, খেলেন দৃষ্টিনন্দন ৭৪ রান (৫২ বল)। সালমান আঘা ৬ নম্বরে নেমে করেন মাত্র ১ রান। অন্যদিকে, ফখর জামান মাত্র ১০ বলে ২৭ রান করে ঝড় তোলেন।

জবাবে জিম্বাবুয়ে ১২৬ রানে অলআউট হয়। পাকিস্তানের বড় জয়ে অবদান রাখেন তরুণ স্পিনার উসমান তারিক, তিনি মাত্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে ১৮ রান খরচায় ৪ উইকেট নেন এবং হ্যাটট্রিকও পূর্ণ করেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR